বিভক্তির সাতকাহন - ১৫

ভজন সরকার

এক সময় মিছিলের শব্দ ছাড়িয়ে চারদিকে আবার নিথর নীরবতা নেমে এলো । পাথরঘাটার ডাকবাংলোর চার পাশের নারকেল গাছের ঝাঁকালো মাথার ওপর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর জোনাকির আলো হেমন্তের রাতকে ক্রমশঃ গভীর করে তুললো । মাঝে মাঝে দূর থেকে কুকুরের আর্তনাদ আর থেকে থেকে পাশের ইট-বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলা রিক্সা-ভ্যানের বিরক্তিকর শব্দে জেগে রইলাম আমরা দু'জন । এক অদ্ভুত বেদনার নিঃশব্দতা গ্রাস করে ফেললো আমার সহকর্মীকে । শক্তি -র কবিতায় আর মন বসানো হলো না আমারও।

হারিকেনের মৃদু আলোতে ডাকবাংলোর ছোট্ট ঘরে আলো-অন্ধকারের ভেতর আমরা দু'জন - দু'সহকমী নীরবে বসে রইলাম এক অব্যক্ত বেদনার ভারে ।
আমার সহকর্মী বন্ধুটি বেদনার বিহ্বলতা কাটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে । বাবরি মসজিদ ভাংগার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী সহিংসতার আশঙ্কা তার মনেও দাগ কেটেছে । বিবিসিতে সারা ভারত জুড়ে দাঙ্গার খবর বেশ ফলাও করে প্রচার করে চলেছে । সুদূর পাথরঘাটায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার যে নমুনা পেলাম ,তাতেই এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠলাম আমি । রাত বাড়ার সাথে সাথে টিমটিমে হারিকেনের আলোতে পাশাপাশি দু'খাটে মশারির গহবরে ঢুকে গেলাম আমরা দু'জন । প্রাণ চঞ্চল হাসিখুশি সহকর্মীটির সহজাত প্রাণচাঞ্চল্য কোথায় যেন ঢাকা পড়ে গেলো । আলো-অন্ধকারের আবছায়াতে হারিয়ে গেলাম আমরা দু'জন - হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মেরুতে ।

শত রাজ্যের নানাবিধ চিন্তার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেলাম সহসাই যেনো । সেলুলয়েডের পর্দার মত দূর-অতীত ভীড় করে দাঁড়ালো নিকটে। রাত্রির একাকীত্ব দূর্ভাবনার সাথে মিলে মিশে দুঃসহ করে তুললো পাথরঘাটার পাথর সময় । সহস্র মাইল দূরের কোন এক বাবরি মসজিদ ভাংগার সাথে আমার সহকর্মী বন্ধুটির এ গভীর ঘন বেদনার সমীকরন টানতে চেষ্টা করলাম নিরপেক্ষ ভাবেই - নিজেকে ঠিক তার- ই অবস্থানে বসিয়ে ।

হঠাৎ স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো বছর দুয়েক আগের প্রায়ান্ধকার এক সন্ধ্যা । সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদ হটানোর আন্দোলন তখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে । যেনো তেনো প্রকারে ক্ষমতা আকড়ে থাকার ফন্দি-ফিকির বের করছে এরশাদ আর তার পা-চাটা চেলা-চামুন্ডেরা । হঠাৎ করেই ভারতে বাবরি মসজিদ ভেংগে ফেলার এক অপচেষ্টা চালালো শিবসেনা আর বিজেপি । ভি পি সিং-য়ের বহুদলীয় সরকার সে চেষ্টা রুখে দিল সফল ভাবেই- নিজেদের পতন নিশ্চিত জেনেও । ভারতে বাবরি মসজিদ রক্ষার জন্য যখন ভিপিসিং ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালেন, ঠিক তখনই নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশে ঢাকেশ্বরী মন্দির আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। লক্ষ্য আন্দোলন অন্যখাতে প্রবাহিত করা । বরাবরের মত এবারও বলীর পাঠা সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ।

আমার সুদীর্ঘ ঢাকায় অবস্থানকালে ঠিক কত দিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছি মনে পড়ে না । ধর্মাচরন আর পূজো-পার্বনের নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা আমার মধ্যে মন্দিরের প্রতি কোন রকমের প্রবল আবেগ কিংবা ভগবত-ভক্তি কোন দিনই ছিল না । সজ্ঞানেই মন্দিরের চেয়ে পবিত্র জেনেছি বিদ্যাপীঠ কিংবা অন্য কোন কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানকে । বইঘরের নিয়মিত পাঠকটি মন্দিরের পূজারির চেয়ে শ্রেষ্ঠ না কোন বিচার আর যুক্তিতে?

অথচ আজ প্রায় দেড় দশক পরেও সেদিনের সে বেদনাঘন সন্ধ্যাকে মনে পড়ে । ঢাকেশ্বরী মন্দির পুড়ছে । পশ্চিম আকাশের লাল রংয়ের সাথে আগুনের কালো ধোঁয়া ঢাকার আকাশ ঢেকে ফেলেছে । দমকাল বাহিনীর সাইরেন প্রচন্ড শব্দে কাঁপিয়ে দিচ্ছে আশপাশের এলাকা । মন্দির সংলগ্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট । মাঝে মাঝে আগুনের তীব্রতা পড়ন্ত গোধূলির আলোকে বাড়িয়ে দিচ্ছে অনেকটাই । আমরা বন্ধুরা এক অদ্ভুত বেদনা আর হতাশার সাগরে সহসাই ডুবে গেলাম যেনো ।

আজো ভাবি, সেদিনের বেদনা রং কী এমনই কালো ছিল ? শোকের পাথর কী ভারি ছিল এমনই ? পাথরঘাটা ডাকবাংলার অন্ধকার ঘরে যে সহকর্মী বন্ধুটি আজ অচেনা কোন এক মসজিদের শোকে মূহ্যমান , আমিও কী শোকাবিভূত ছিলাম এতটুকুই সেদিন ? আসলে কিসের এই টান ? এই যে পক্ষপাত গোত্রের প্রতি, গোষ্ঠির প্রতি , এমনকি সমভাবনার প্রতি - এও কী জন্মগত সংস্কার ? মানুষ বদলায় । শিক্ষা মানুষকে বদলে দেয় ,মানবিক করে । কিন্তু কতটুকু? বিভক্তির যে সূস্পষ্ট লক্ষনরেখা যা আঁকা আছে - যা এঁকে রাখা হয়েছে ধর্মের নামে -বর্ণের নামে- জাতি কিংবা গোষ্ঠির নামে , তা থেকে মানুষের মুক্তি কোথায় ?
(চলবে)

।। সেপ্টেম্বর,২০০৬, কানাডা ।। sarkerbk@gmail.com